এক ছবিতে প্রধান ভূমিকায় তিন প্রযোজক

যিশু সেনগুপ্তর প্রযোজনায় ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত পরিচালিত ‘অভিমান’ আসছে বড়পর্দায়। যিশু তো আছেনই, সঙ্গে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় এবং শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় এই ছবিতে প্রধান চরিত্রে, যাঁরা দু’জনেই বাংলা ছবির প্রযোজকও। প্রসেনজিৎ, যিশু ও শুভশ্রীর সঙ্গে কথা বললেন অলোকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

অঞ্জনদা আর রূপমকে মাথায় রেখে এই ছবিতে রকস্টার হয়েছি

বললেন প্রসেনজিৎ



● যিশু সেনগুপ্ত যে ‘অভিমান’ ছবির প্রযোজক, সেখানে আপনি এবং শুভশ্রীও প্রধান ভূমিকায়। এক ছবিতে অভিনয় করলেন তিন প্রযোজক?

●● এটা একদম ঠিক কথা। সত্যিই তো আমি এবং শুভশ্রী প্রযোজকও বটে। যিশু এবং সৌরভ (দাস) নতুন করে প্রযোজনায় এল।

● তা হলে, টালিগঞ্জে ভাগাভাগি, ভাঙাভাঙির দিনে প্রযোজকরা একজোট হতে পারেন?

●● সেদিক থেকে নিশ্চয়ই এটা একটা দৃষ্টান্ত। আমরা তো এই ছবির কাজ শুরু করেছি বেশ কয়েকমাস আগে। তখন তো টালিগঞ্জে নানারকম বিভেদের হাওয়া।

● প্রসেনজিৎ তো সেই বিভেদ মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও নিয়েছেন?

●● হ্যাঁ, নিতে হয়েছে। আমাদের ইন্ডাস্ট্রি তো বিশাল বড় নয়। সেখানে মিলেমিশে কাজ করলে তবেই তো ভাল বাংলা ছবি তৈরি হতে পারে। সেক্ষেত্রে, ‘অভিমান’ নিশ্চয়ই একটা দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে।

● এই ছবিতে আপনি রকস্টারের ভূমিকায়। আকাশ চ্যাটার্জি। এ রকম গিটার হাতে, মাথার বড় বড় চুল ঝাঁকিয়ে কোনও ছবিতে এর আগে আপনাকে গানের দৃশ্যে পারফর্ম করতে দেখা যায়নি। দৃশ্যত কোথায় যেন রূপমের ছাপ দেখা যাচ্ছে। এটা কি সত্যি?

●● একশো ভাগ সত্যি। এ রকম একটা চরিত্র, এ রকম পারফরমেন্স আমি কোনও ছবিতে আগে করিনি। ফলে, এর জন্যে অন্য রকম প্রিপারেশন নিতে হয়েছে আমাকে। বহু বছর আগে অঞ্জনদাকে মঞ্চে গাইতে দেখেছি। সুমনদাকেও। পরবর্তী কালে, আধুনিক সময়ে, রূপমের পারফরমেন্স দেখেছি। আমার এই চরিত্রটার মধ্যে একটা জীবনবোধ আছে। সেই জীবনবোধ থেকেই সে গান তৈরি করে। সে হাইলি সেন্সিটিভ। জীবনের ক্ষেত্রে আকাশ চ্যাটার্জি কম্প্রোমাইজ করে না। ফলে, আকাশ চ্যাটার্জিকে তৈরি করতে অঞ্জনদা থেকে রূপমের প্রতি আমার ঋণ থেকে গেছে। রূপমকে আ মি সে কথা বলেওছি। আকাশ চ্যাটার্জি কোনও ফরমায়েশি স্রষ্টা নয়। জীবনবোধের ভেতর থেকে না এলে সে গান লিখতে পারে না।

● গানের কথায় মনে পড়ছে, আপনি গৌতম ঘোষের ছবিতে লালন ফকির যখন করেন, তখন আপনার জীবনচর্চাটাই পাল্টে ফেলেছিলেন।

●● তা না হলে লালন ফকিরকে ধারণ করতে পারতাম না। এই আকাশ চ্যাটার্জিকে মডার্ন লালন ফকিরও বলা যায়। এবং এই ছবিতে সিরিয়াসলি ইনভল্‌ভড থাকার জন্যে আমি সৌরভ গাঙ্গুলিকে নিয়ে যে ছবি হচ্ছে, সেই ‘দাদা’তে একটা গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র করার যে অফার ছিল, সেটা করতে পারিনি। আমাকে তো আকাশ চ্যাটার্জি হয়ে উঠতে হবে। এবং শুরু থেকেই আই ডি (পরিচালক ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত) বলেছিল, আমি না করলে এই ছবি হবে না। যিশুও একই কথা বলেছিল।

● ‘অভিমান’ নামে হিন্দিতে বিখ্যাত ছবি আছে। বাংলাতেও এই নামে ছবি হয়েছে। তবুও, ছবির নাম ‘অভিমান’-ই রাখতে হল কেন?

●● একটা অন্য নামও ভাবা হয়েছিল। কিন্তু একদিন সন্ধে থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত আমরা আলোচনা করেছি। পরিচালক আই ডি, এই ছবির দুই প্রযোজক যিশু আর সৌরভ (দাস), আমরা সবাই মিলে বলেছিলাম। কিন্তু, শেষপর্যন্ত দেখলাম, ‘অভিমান’ ছাড়া এই ছবির অন্য কোনও নাম হতে পারে না।

● ছবির টিজারে বা আভাসে-ইঙ্গিতে এই ছবিতে ত্রিকোণ প্রেমের আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু কাহিনিসূত্র নিয়ে এত গোপনীয়তা কেন?

●● এই গোপনীয়তাটা ছবির স্বার্থে। একটু রহস্য বা চমক থাকুক দর্শকদের জন্যে। দর্শকদের আগ্রহ যদি বাড়ে, তা হলে ‘অভিমান’ আরও বেশি করে মানুষের হৃদয়কে ছুঁতে পারবে।

অত সিরিয়াস হয়ে কী লাভ!

বললেন যিশু সেনগুপ্ত ও শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়



ছবি: বিপ্লব মৈত্র

● যিশু, আপনি এবং সৌরভ (দাস) নতুন প্রযোজনায় এলেন ‘অভিমান’ নিয়ে। আপনাদের প্রযোজনা সংস্থার নাম রেখেছেন ‘হোয়াই সো সিরিয়াস’। এটা কি ‘জোকার’-এর সংলাপ থেকে বেছে নিয়েছেন?

যিশু: একদম তাই। ‘ব্যাটম্যান’ ইউনিভার্সের ‘জোকার’ চরিত্রটা আমার আর সৌরভের খুব পছন্দের। জোকারেরই বিখ্যাত ডায়ালগ ‘হোয়াই সো সিরিয়াস’ থেকেই আমরা প্রযোজনা সংস্থার নামটা রাখলাম।

● ‘হোয়াই সো সিরিয়াস’ কথাটা প্রযোজনার ক্ষেত্রে যেমন, আপনাদের জীবনেও কি একটা চালিকা-শব্দ?

যিশু: সেটা বলব না। কিন্তু...

শুভশ্রী: (যিশুকে থামিয়ে দিয়ে) আমি মনে করি, এটা যিশুদা আর সৌরভের জীবনেরও ‘মোটো’। আমি ওদের যতদূর জানি, তাতে মনে হয়, কোনও কিছুকে মারাত্মক সিরিয়াস ভাবে নিয়ে মাথা ঠোকাঠুকি করতে ওরা রাজি নয়।

যিশু: (হাসতে হাসতে) এটা তো ঠিকই, অত সিরিয়াস হয়ে কী লাভ? জীবন অনেক আশ্চর্য কিছু উপহার দেয়। সেটা তো কম প্রাপ্তি নয়।

● ‘অভিমান’-এ দেখা যাচ্ছে, তিনটি প্রধান ভূমিকায় তিন প্রযোজক। প্রসেনজিৎ, যিশু এবং শুভশ্রী।

শুভশ্রী: হ্যাঁ, ঠিকই। আমিও তো প্রযোজনা করছি।

যিশু: হ্যাঁ, (হাসতে হাসতে) আমি এক্ষেত্রে নবাগত।

● যিশুকে জিজ্ঞেস করি, অন্য দুই প্রযোজক ছবি তৈরির সময় কোনও সাজেশন দিলেন?

যিশু: ছবি শেষ হওয়ার পরে আশ্বাস পেয়েছি। যেমন শুভশ্রী বাচ্চাদের নিয়ে বাইরে ছুটি কাটাতে গিয়েছিল। ওখান থেকেই আমাকে আশ্বাস দিয়েছে, একদম চিন্তা করো না যিশুদা। রিলিজের ব্যাপার-স্যাপারগুলো আমরা তো জানি। কোনও সমস্যা হবে না। বুম্বাদাও আশ্বস্ত করেছে। এটা বিরাট প্রাপ্তি।

● শুভশ্রী তো এর আগে ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্তের সঙ্গে ছবি করেছেন। কিন্তু এই ছবিতে অভিজ্ঞতা কেমন?

শুভশ্রী: আই ডি-র সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা সত্যিই অন্য রকম। ‘গৃহপ্রবেশ’-এর সঙ্গে ‘অভিমান’-এর তফাত আছে মেকিংয়ে। তবে, আই ডি-র একটা সিগনেচার হচ্ছে, রিয়েল ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে আনরিয়েল ওয়ার্ল্ডকে মেশানো। এই দুটো জগৎকে নিয়ে উনি খেলেন, যা ইউনিক।

● প্রসেনজিতের সঙ্গে প্রথম কাজের প্রাপ্তি কী?

শুভশ্রী: বুম্বাদা প্রতিদিন চরিত্র হয়ে সেটে ঢুকতেন। তাঁর ডেডিকেশন, তাঁর ক্রাফ্ট অনবদ্য। শুটিংয়ের দিনগুলোয় বুম্বাদার এই ডেডিকেশন, এই নিষ্ঠা আমাকে মুগ্ধ করেছে। সেটা নিয়েই বাড়ি ফিরেছি।

● যিশুকে একটা শেষ প্রশ্ন। একসময় অনেকে রটিয়েছে, প্রসেনজিৎ তো যিশুকে চেপে রেখেছে। আপনি নিজের মতো করে তার প্রতিবাদ করেছেন। মতামত দিয়েছেন। এখন, প্রথম প্রযোজনায় এসেই প্রসেনজিৎকে ছবির নায়ক করলেন। এটা কি সেইসব রটনাকারীদের উত্তর দিতে?

যিশু: উত্তর-টুত্তর কিছু নয়। ওইসব কথাবার্তার তো উত্তর হয় না। আসলে, আকাশ চ্যাটার্জির চরিত্রটার জন্য বুম্বাদার চেয়ে ভাল অপশন ছিল না। ছবিটা দেখলেই বোঝা যাবে।

● ‘অভিমান’-এর গল্প নিয়ে এত গোপনীয়তা কেন?

যিশু: এটা তো ছবির স্বার্থেই দরকার। কেউ যখন বলছেন, এটা কি ত্রিকোণ প্রেমের ছবি, আমি বলছি, চতুর্থজন নেই কে বলল?

শুভশ্রী: ‘অভিমান’-এর সব রহস্য আগে ফাঁস করতে নেই। তাই গোপনীয়তা।

নন্দনে অপরাজিত



সদ্যপ্রয়াত পরিচালক অনীক দত্তের ছবি ‘অপরাজিত’ পুনর্মুক্তি পেল নন্দনে। ছবি প্রদর্শনের আগে পরিচালকের প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা দিলেন পরিচালক-কন্যা ঐশী দত্ত। উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী ও বিধায়ক রূপা গাঙ্গুলি, অঞ্জনা বসু, উৎসব মুখোপাধ্যায়, অভিনেতা ও বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ এবং সঙ্গীত পরিচালক দেবজ্যোতি মিশ্র। শুক্রবার। ছবি: বিপ্লব মৈত্র

কান উৎসবে দেবাদিত্যর ছবি



সঙ্কর্ষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: কান চলচ্চিত্র উৎসবের মার্শে দ্য ফিল্ম-এ ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার সেকশান এ দেখানো হলো ঝাড়খণ্ডের পটভূমিকায় তৈরি ছবি ‘পেড় চলতা হ্যায়’। পরিচালনা করেছেন ‘আটটা আটের বনগাঁ লোকাল’, ‘মিশন এভারেস্ট’ খ্যাত পরিচালক দেবাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। রহস্যর মোড়কে ‘পেড় চলতা হ্যায়’ ধ্বংসের হাত থেকে প্রকৃতি বাঁচানোর কথা বলবে। পরিচালক দেবাদিত্যর কথায়, ‘পেড় চলতা হ্যায়’ কখনও শুধুমাত্র একটি ছবি হিসেবে ভাবা হয়নি। আমরা যে ভাবে বনভূমির সঙ্গে আচরণ করি, তার পরে সব ভুলে এগিয়ে যাই, সেটাই মূল গল্প। পটভূমি জঙ্গল তার লাগোয়া গ্রাম এবং বন বিভাগ। ঝাড়খণ্ডের পালামৌ ও লাটেহার জেলার জঙ্গলে শুটিং করার সময়ে বনকে কখনও লোকেশন বলে মনে হয়নি।



ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত প্রযোজিত এবং চৈতি ঘোষাল পরিচালিত ‘নেভারমাইন্ড’ ছবির পোস্টার প্রকাশিত হল মধ্য কলকাতার এক অভিজাত রেস্টুরেন্টে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত চৈতি ঘোষাল, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, ছবির সঙ্গীত পরিচালক রূপম ইসলাম এবং ছবির অভিনেতা অমর্ত্য রায়। ছবি: বিপ্লব মৈত্র

কেনরা বৈঙ্ক Canara Bank
ভারত সরকার का उपक्रम
A Government of India Undertaking
সিন্ডিকেট Syndicate

রিজিওনাল অফিস: কলকাতা-II
রিকভারি অ্যান্ড লিগ্যাল সেকশন
৬৫১, আনন্দপুর, মনোবিকাশ কেন্দ্রের কাছে, ফ্লোর নং ২, কলকাতা-৭০০১০৭

০৯.০৭.২০২৬ তারিখের ই-নিলাম

এতদ্দ্বারা এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সংস্থান মোতাবেক দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত সম্পত্তিগুলি অনলাইন পদ্ধতিতে নিম্নোক্তমতো ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে: নিম্নলিখিত শর্ত ও নিয়মাবলি অনুসারে নিম্নলিখিত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি ক্রয়ে আগ্রহী ক্রেতাদের থেকে দরপ্রস্তাব আমন্ত্রণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ক) সুরক্ষিত ঋণদাতার নাম ও ঠিকানা খ) ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	ক) দায় (তৎসহ বকেয়া সুদ) খ) ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) ১৩(৪) ধারাধীনে দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বাড়ানোর মূল্য ঘ) শাখা ও রিজিওনাল অফিসে যোগাযোগের ব্যক্তির নম্বর ঙ) ইএমডি জমার অ্যাকাউন্ট
১.	ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, বসিরহাট শাখা (৪৯৭৭) খ) মহঃ রফিকুল গাজি (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা) পিতা- আবদুল মজিদ গাজি গ্রাম- হরিশপুর, পোঃঅঃ- হরিশপুর, থানা- বসিরহাট, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩৪১২ **কোহিনুর বিবি,** স্বামী- মহঃ রফিকুল গাজি **শাহজাহান গাজি,** পিতা- মহঃ রফিকুল গাজি উভয়ের ঠিকানা: হরিশপুর, দক্ষিণপাড়া হরিশপুর, বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা, বসিরহাট, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩৪১২	ক) ₹১,৮৪,৬৪৩.২৮ তৎসহ ২৮.০২.২০২৬ থেকে অপ্রযুক্ত সুদ ও চার্জ খ) ০৭.০৩.২০২৬ গ) ১৯.০৫.২০২৬	**মহঃ রফিকুল গাজি (ঋণগ্রহীতা, বন্ধকদাতা ও জামিনদার)-এর স্বত্বাধীন সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ।** সামান্য কমবেশি ০৫ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: এল আর দাগ নং ২২০০, এল আর খতিয়ান নং ২০৫১, মৌজা- হরিশপুর, জে এল নং ৪০, তৌজি নং ৬০২, বসিরহাট পুরসভার অন্তর্গত, হোল্ডিং নং ১৪১/২১১, থানা- বসিরহাট, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর- ১০ ফুট চওড়া লিঙ্ক মিউনিসিপ্যাল রোড; দক্ষিণ- জগদীশ গায়েনের সম্পত্তি; পূর্ব- মহিদুল গাজির সম্পত্তি; পশ্চিম- কার্তিক মণ্ডল ও মানিক গাজির সম্পত্তি। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]**	ক) ₹২৮.০৫ লক্ষ খ) ₹২.৮১ লক্ষ গ) ₹১০,০০০.০০ ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: ব্রাঞ্চ-ইন-চার্জ, মোবাইল: ৮৩৩৪৯ ৯৯১৩৩ / ৮৩৩৪৯ ৯৯১০৪ ঙ) ইএমডি অর্থাঙ্ক বাবদ ₹১.৮১ লক্ষ BAANKNET.COM পোর্টালে (https://baanknet.com/) উপলব্ধ ই-ওয়ালেটে যোগ করে জমা দিতে হবে
২.	ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, বসিরহাট শাখা (৪৯৭৭) খ) মেসার্স স্টার এন্টারপ্রাইজ গ্রাম- হরিশপুর, পোঃঅঃ- হরিশপুর, থানা- বসিরহাট, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, বসিরহাট, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩৪১২ **রাজ্জাক গাজি (ঋণগ্রহীতা),** পিতা- রফিকুল গাজি, হরিশপুর, দক্ষিণপাড়া, বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা, বসিরহাট, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩৪১২ **মহঃ রফিকুল গাজি (জামিনদার ও বন্ধকদাতা)** পিতা- আবদুল মজিদ গাজি গ্রাম- হরিশপুর, পোঃঅঃ- হরিশপুর, থানা- বসিরহাট, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩৪১২	ক) ₹৩৬,৩৪,১৭৩.৭২ তৎসহ ২২.০২.২০২৬ থেকে অপ্রযুক্ত সুদ ও চার্জ খ) ০৭.০৩.২০২৬ গ) ১৯.০৫.২০২৬	**মহঃ রফিকুল গাজি (ঋণগ্রহীতা, বন্ধকদাতা ও জামিনদার)-এর স্বত্বাধীন সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ।** সামান্য কমবেশি ০৫ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: এল আর দাগ নং ২২০০, এল আর খতিয়ান নং ২০৫১, মৌজা- হরিশপুর, জে এল নং ৪০, তৌজি নং ৬০২, বসিরহাট পুরসভার অন্তর্গত, হোল্ডিং নং ১৪১/২১১, থানা- বসিরহাট, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর- ১০ ফুট চওড়া লিঙ্ক মিউনিসিপ্যাল রোড; দক্ষিণ- জগদীশ গায়েনের সম্পত্তি; পূর্ব- মহিদুল গাজির সম্পত্তি; পশ্চিম- কার্তিক মণ্ডল ও মানিক গাজির সম্পত্তি। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]**	ক) ₹২৮.০৫ লক্ষ খ) ₹২.৮১ লক্ষ গ) ₹১০,০০০.০০ ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: ব্রাঞ্চ-ইন-চার্জ, মোবাইল: ৮৩৩৪৯ ৯৯১৩৩ / ৮৩৩৪৯ ৯৯১০৪ ঙ) ইএমডি অর্থাঙ্ক বাবদ ₹২.৮১ লক্ষ BAANKNET.COM পোর্টালে (https://baanknet.com/) উপলব্ধ ই-ওয়ালেটে যোগ করে জমা দিতে হবে

ই-নিলামের তারিখ ও সময়: ০৯.০৭.২০২৬, সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ১টা ৩০ মিনিট; ইএমডি জমার শেষ তারিখ: ০৮.০৭.২০২৬, বিকেল ৫টা পর্যন্ত

-: শর্ত ও নিয়মাবলি :-

১. পরিসম্পদগুলি **‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যেভাবে আছে’** ও **‘যা কিছু আছে’** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।
২. নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্যের কমে পরিসম্পদগুলি বিক্রি করা হবে না।
৩. কোনও সম্পত্তির ক্ষেত্রে মাত্র একজন বিডার হলে সেই বিডার/ ক্রেতাকে সংরক্ষিত মূল্যের এক ডাক ওপরে বিড করতে হবে।
৪. আমাদের সার্ভিস প্রোভাইডারের ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **BAANKNET.COM (https://baanknet.com/)** -এর মাধ্যমে কেবলমাত্র **‘অনলাইন ইলেকট্রনিক পদ্ধতি’**তে নিলাম/ বিডিং আয়োজিত হবে।
৫. নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্যের ১০% হারে ইএমডি বাবদ অর্থাঙ্ক সরাসরি **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড [BAANKNET.COM (https://baanknet.com/)]**-এর ই-ওয়ালেটে অথবা এখান থেকে চালান জেনারেট করে আরটিজিএস/ এনইএফটি-র মাধ্যমে উক্ত চালানে উল্লিখিত অ্যাকাউন্টে সর্বশেষ **০৮.০৭.২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে** জমা দিতে হবে।
৬. সার্ভিস প্রোভাইডার **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড [BAANKNET.COM (https://baanknet.com/)]-এর সঙ্গে যোগাযোগ সম্পর্কিত তথ্য:** ৭০৪৬৬১২৩৪৫ / ৬৩৫৪৯১০১৭২ / ৮২৯১২২০২২০ / ৯৮৯২২১৯৮৪৮ / ৮১৬০২০৫০৫১, **ই-মেল আইডি: support.BAANKNET@psballiance.com**।
৭. সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চ আধিকারিকদের সঙ্গে আগাম যোগাযোগের পরে **০১.০৭.২০২৬ থেকে ০৭.০৭.২০২৬ তারিখের মধ্যে যে কোনও কাজের দিনে দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে** পরিসম্পদগুলি পরিদর্শন করা যাবে।
৮. সফল ক্রেতা/সর্বাধিক বিডারকে বিক্রয়মূল্যের ২৫% অর্থাঙ্ক (ইতিমধ্যে প্রদত্ত ইএমডি অন্তর্ভুক্ত করে) তাঁকে সর্বাধিক দরদাতা/সফল ক্রেতা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে জমা দিতে হবে এবং বিক্রয়মূল্যের বাকি ৭৫% অর্থাঙ্ক জমা দিতে হবে বিক্রয় নিষ্পত্তির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে। ওপরে উল্লিখিত এই নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে সফল দরদাতা/ ক্রেতা পুরো বিক্রয়মূল্য আদায় দিতে ব্যর্থ হলে, তাঁর তরফে জমাকৃত যাবতীয় অর্থাঙ্ক বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৯. প্রযোজ্যমতো স্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিস্ট্রেশন চার্জ, যে কোনও প্রকার বিধিবদ্ধ বকেয়া/ দর/ কর/ রেজিস্ট্রেশন ফি/ বিবিধ খরচাপাতি/ সরকারি বকেয়া/ যে কোনও কর্তৃপক্ষের কাছে বকেয়া ইত্যাদি কেবলমাত্র সফল দরদাতা/ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।
১০. তাঁদের বকেয়া পুরোপুরি আদায় না দিলে ওপরে লেখা তারিখ, সময় ও স্থানে নিলাম বিক্রি আয়োজনের ব্যাপারে উপরোক্ত ঋণ সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারগণের প্রতিও এটি একটি বিজ্ঞপ্তি হিসেবে গণ্য হবে।
১১. কোনও কারণ না দেখিয়ে প্রাপ্ত যে কোনও বা সমস্ত প্রস্তাব/বিড গ্রহণ বা বাতিল করা বা এই বিক্রি বাতিলের অধিকার ব্যাঙ্কের থাকবে।
১২. এতদ্দ্বারা ওপরে লেখা ই-নিলামের নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সর্বশেষ তারিখ পর্যন্ত সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচাপাতি সমেত বকেয়া অর্থাঙ্ক পুরোপুরি আদায় দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে, যেমনটা করতে তাঁরা ব্যর্থ হলে ওপরে লেখা সম্পত্তিগুলি নিলাম/বিক্রি করা হবে এবং এর পরেও যদি কোনও অর্থাঙ্ক বকেয়া থাকে, তাহলে তা সুদ ও মাশুল সমেত তাঁদের থেকে আদায় করা হবে।
১৩. বিশদ তথ্য কানাড়া ব্যাঙ্কের এই ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে: **www.canarabank.com**।

তারিখ: ০৪.০৬.২০২৬
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত আধিকারিক
কানাড়া ব্যাঙ্ক

কেনরা বৈঙ্ক Canara Bank
ভারত সরকার का उपक्रम
A Government of India Undertaking
সিন্ডিকেট Syndicate

রিজিওনাল অফিস: কলকাতা-II
রিকভারি অ্যান্ড লিগ্যাল সেকশন
৬৫১, আনন্দপুর, মনোবিকাশ কেন্দ্রের কাছে, ফ্লোর নং ২, কলকাতা-৭০০১০৭

১১.০৭.২০২৬ তারিখের ই-নিলাম

এতদ্দ্বারা এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সংস্থান মোতাবেক দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত সম্পত্তিগুলি অনলাইন পদ্ধতিতে নিম্নোক্তমতো ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে: নিম্নলিখিত শর্ত ও নিয়মাবলি অনুসারে নিম্নলিখিত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি ক্রয়ে আগ্রহী ক্রেতাদের থেকে দরপ্রস্তাব আমন্ত্রণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ক) সুরক্ষিত ঋণদাতার নাম ও ঠিকানা খ) ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	ক) দায় (তৎসহ বকেয়া সুদ) খ) ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) ১৩(৪) ধারাধীনে দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বাড়ানোর মূল্য ঘ) শাখা ও রিজিওনাল অফিসে যোগাযোগের ব্যক্তির নম্বর ঙ) ইএমডি জমার অ্যাকাউন্ট
১.	ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, বসিরহাট শাখা (৪৯৭৭) খ) অমিত কুমার দাস, পিতা- বিমল চন্দ্র দাস, গ্রাম- শিবহাটি, পোঃঅঃ- লবঙ্গ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, থানা- বাদুড়িয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩২৯২ **প্রিয়াঙ্কা মণ্ডল দাস,** স্বামী- অমিত কুমার দাস, গ্রাম- শিবহাটি, পোঃঅঃ- লবঙ্গ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, থানা- বাদুড়িয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩২৯২	ক) ₹৬,০০,০৯১.৮৩ তৎসহ ০৫.১২.২০২৫ থেকে অপ্রযুক্ত সুদ ও চার্জ খ) ০৬.১২.২০২৫ গ) ২০.০২.২০২৬	**অমিত কুমার দাস (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)-এর স্বত্বাধীন সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ।** সামান্য কমবেশি ৬½ ডেসিমেল (নথি অনুসারে ৭ ডেসিমেল) জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: আর এস এবং এল আর দাগ নং ১৩৩৮, আর এস খতিয়ান নং ৩৮৯, নতুন এল আর খতিয়ান নং ১১৭২, মৌজা- লবঙ্গ, জে এল নং ১০৭, শায়েস্তানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, এডিএসআরও এবং থানা- বাদুড়িয়া, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা। **বিল্ডিংয়ের চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর- দেবদাস দাসের জমি; দক্ষিণ- পঞ্চায়েতি রাস্তা; পূর্ব- জি বি দাসের বাড়ি; পশ্চিম- অনিল দাসের বাড়ি। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]**	ক) ₹১৯.৮০ লক্ষ খ) ₹১.৯৮ লক্ষ গ) ₹১০,০০০.০০ ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: ব্রাঞ্চ-ইন-চার্জ, মোবাইল: ৮৩৩৪৯ ৯৯১৩৩ / ৮৩৩৪৯ ৯৯১০৪ ঙ) ইএমডি অর্থাঙ্ক বাবদ ₹১.৯৮ লক্ষ BAANKNET.COM পোর্টালে (https://baanknet.com/) উপলব্ধ ই-ওয়ালেটে যোগ করে জমা দিতে হবে
২.	ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, ট্যাংরা কলোনি শাখা (১৭১৯) খ) শ্রী সুমিত কুমার দে, পিতা- প্রয়াত অমরেন্দ্র নাথ দে, গ্রাম- চাঁপাবেড়িয়া, পোঃঅঃ- বনগাঁ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, বনগাঁ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪৩২৩৫ **মেসার্স সোমা এন্টারপ্রাইজ,** প্রযত্নে: প্রোপ্রাইটর শ্রী সুমিত কুমার দে, ২৪৭/ই, চাকদহ রোড, বি বি ব্যানার্জি রোড, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, বনগাঁ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪৩২৩৫ **সুমিত কুমার দে,** হোল্ডিং নং ২৪৭/ই, বি বি ব্যানার্জি রোড (বনগাঁ-চাকদহ রোড), চাঁপাবেড়িয়া, বনগাঁ, রামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দির প্রাইমারি স্কুলের বিপরীতে, পোঃঅঃ ও থানা- বনগাঁ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪৩২৩৫ **পার্থপ্রতিম দে,** পিতা- প্রয়াত অমরেন্দ্র নাথ দে, গ্রাম- চাঁপাবেড়িয়া, পোঃঅঃ- বনগাঁ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, বনগাঁ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪৩২৩৫	ক) ₹২২,৩৯,০৫৬.১০ তৎসহ ৩১.০১.২০২৬ থেকে অপ্রযুক্ত সুদ ও চার্জ খ) ২১.০৫.২০২৫ গ) ২৮.০৭.২০২৫	**সুমিত কুমার দে (প্রোপ্রাইটর ও বন্ধকদাতা)-এর স্বত্বাধীন সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ।** আর এস দাগ নং ১৩০০, এল আর দাগ নং ৩২৪৯ সংবলিত ১৮.৫০ শতক; আর এস দাগ নং ১২৯৯, এল আর দাগ নং ৩২৪৮ সংবলিত ০.৫০ শতক এবং আর এস দাগ নং ১২৯৭, এল আর দাগ নং ৩২৪৬ সংবলিত ৩৯.০০ শতক জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- চ